www.banglainternet.com represents

দ্য উইপন টু ড্রেডফুল টু ইউজ

কার্ল ফ্র্যানটরের কাছে ভীষণরকম বিষণ্ন ঠেকল চারপাশের সবকিছু। নিচে ঝুলে আসা মেঘ থেকে কুয়াশার মতো বৃষ্টি ঝুর ঝুর করে পড়ছে তো পড়ছেই, আশেপাশে ছড়ানো রবারের মতো ছোট ছোট লালচে-বাদামী উদ্ভিদ। মাঝেসাঝে বিলাপ করার মতো ডাক ছেড়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হপ-স্কচ পাখি।

কার্ল মাথা ঘোরাল আফ্রোদোপোলিশের ছোট্ট গম্বুজটার দিকে, ওটাই শুক্রগ্রহের বৃহত্তম শহর।

'ঈশ্বর,' বলল সে বিড়বিড় করে, 'ওই গম্বুজও বিশ্রী এই জায়গাটার চেয়ে ভালো লাগছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।'

এবার সে ফিরল ছোটখাট চেহারার শুক্রবাসী, অ্যান্টিলের দিকে, 'ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছুতে আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে, অ্যান্টিল?'

কোনো জবাব নেই। কার্ল লক্ষ করল, তার সবুজ গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে পানি, আরেকটা ফোঁটা চকচক করছে বড় বড় অপূর্ব লেমুরের মতো চোখে।

স্বর নরম হয়ে এল মানুষটার। 'সরি, অ্যান্টিল, আমি শুক্রের বিপক্ষে কিছু বলতে চাই না।'

অ্যান্টিল তার সবুজ মুখ ঘোরাল কার্লের দিকে, 'আমি ওই কথা ভাবিনি, বন্ধু। অপরিচিত এই জায়গা তোমার ভালো না লাগাটাই স্বাভাবিক। তবে আমি শুক্রকে ভালোবাসি, আমি কাঁদছি তার সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে।'

খানিক বিরতি দিয়ে আবার বলতে লাগল অ্যান্টিল, 'জানি আমার কথা

তোমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে, কিন্তু আমার কাছে শুক্র হল স্বর্গ, একটা সোনার দেশ—এর প্রতি আমার অনুভূতি আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না।'

'তবু অনেকে বলে যে একমাত্র মানুষই ভালোবাসতে পারে,' সহানুভূতি ঝরে পড়ল কার্লের স্বরে।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল শুক্রবাসী। 'আবেগ অনুভবের ক্ষমতার বাইরেও অনেক কিছু আছে, যেগুলো থেকে তোমাদের পৃথিবীবাসী আমাদের বঞ্চিত করেছে।'

দ্রুত বিষয় পরিবর্তন করল কার্ল। 'আচ্ছা, অ্যান্টিল, শুক্র কি তোমার কাছেও নীরস মনে হয় না ? তুমি তো পৃথিবীতে গিয়েছ। পৃথিবীর চোখজুড়ান, প্রাণবন্ত রঙের সঙ্গে কি এই বাদামী আর ধূসরের কোনো তুলনা হতে পারে ?'

'আমার কাছে এখানকার রঙ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। তোমার চেয়ে আমার রঙ দেখার চোখ অনেক আলাদা*, সে-কথা বোধ হয় ভুলে গেছে। শুক্রের রঙ, অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার নেই।' মুগ্ধতায় কথা হারিয়ে গেল অ্যান্টিলের, কিন্তু কার্লের কাছে এই বাদামী আর ধূসরের কোনো বৈচিত্রই ধরা পড়ল না।

'একদিন,' স্বপ্নাচ্ছন্ন সুরে বলতে লাগল অ্যান্টিল, 'শুক্র আবার শুক্রবাসীদের হবে। মানুষেরা আমাদের আর শাসন করবে না, পূর্বপুরুষদের গৌরব আবার ফিরে আসবে আমাদের কাছে।'

কার্ল হাসল। 'অ্যান্টিল, তুমি যে গ্রীন ব্যান্ডসের সদস্যদের মতো কথা বলছ, এরা তো সরকারকে জ্বালিয়ে খেয়েছে। আমার ধারণা, হিংস্রতায় তোমার বিশ্বাস নেই।'

'সত্যিই নেই, কার্ল,' কিছুটা আতঙ্ক ভর করল অ্যান্টিলের চোখে, 'কিন্তু চরমপন্থীরা শক্তি সঞ্চয় করছে, আর আমার মাথায় ঘুরছে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির দুঃশ্চিন্তা। তবে—তবে পৃথিবীর বিরুদ্ধে যদি প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয়, তাদের সঙ্গে যোগদান আমাকে করতেই হবে।'

---

* শুক্রবাসীরা এমন হাজারো রঙ দেখতে পায়, যেগুলো দেখা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

'কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমার তো মতের মিল নেই।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, এই ভঙ্গিটা শিখেছে মানুষদের কাছ থেকে, 'হিংস্রতার পথ ধরে আমরা কিছু পাবো না। তোমাদের সংখ্যা যেখানে পাঁচ বিলিয়ন, সেখানে আমাদের মাত্র একশ মিলিয়ন। তোমাদের সম্পদ আর অস্ত্র আছে, আমাদের নেই। ফলে এরকম কিছু করা হবে বোকামি, আর তারপরেও যদি আমরা জয়লাভ করি, হয়তো আমরা রেখে যাব ঘৃণার এমন এক উত্তরাধিকার যে এই গ্রহে কখনোই আর শান্তি আসবে না।'

'তাহলে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে কেন?'

'আমি একজন শুক্রবাসী বলে।'

কার্ল এবার ফেটে পড়ল হাসিতে। 'দেশপ্রেম তো মনে হচ্ছে পৃথিবীর মতোই শুক্রতেও যুক্তির কোনো ধার ধারে না। যাক গে, চল এখন তোমাদের প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের দিকে এগোন যাক। আমরা কি ওটার কাছাকাছি এসেছি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল অ্যান্টিল, 'তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে একমাইলের আর কিছু বেশি হবে এখান থেকে। তবে মনে রেখ, ওখানকার কোনো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা চলবে না। অ্যাস-টাজ-জরের ধ্বংসাবশেষ আমাদের কাছে পবিত্র, কারণ, ওগুলো আমাদের খ্যাতিমান পূর্বপুরুষদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।'

চুপচাপ নরম মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল দু'জনে। অ্যান্টিলই আবার শুরু করল কথা।

'হতভাগ্য শুক্র!' স্বর তার বিষণ্ণতামাখান। 'পঞ্চাশ বছর আগে এখানে মানুষ এল শান্তি আর প্রাচুর্যের আশ্বাস নিয়ে—আমরা বিশ্বাস করলাম। আমরা দেখলাম পান্নার খনি আর জুজুগাছ, লোভে তাদের চোখে চকচক করে উঠল। তারপর আরো মানুষ এল, ধীরে ধীরে বেড়ে গেল তাদের ঔদ্ধত্য। আর এখন—'

'এরকম করা মানুষের উচিত হয়নি, অ্যান্টিল,' বলল কার্ল, 'কিন্তু তুমিও বিষয়গুলো খুব বড় করে দেখছ।'

'বড় করে দেখছি! আমাদের ভোটাধিকার আছে? কোনো প্রতিনিধিত্ব আছে শুক্রের প্রভিনশিয়াল কংগ্রেসে? মানুষের সঙ্গে একই স্ট্র্যাটোকারে

banglainternet.com

ওঠা, একই হোটেলে খাওয়া, কিংবা একই বাসায় থাকার ব্যাপারে কি শুক্রবাসীদের বিরুদ্ধে আইন হয়নি ? সব কলেজ কি আমাদের জন্যে বন্ধ নয় ? শুক্রের সেরা আর সবচেয়ে উর্বরা অংশগুলো কি মানুষেরা অগ্রাধিকারের আওতায় নেয়নি ? পৃথিবীবাসীরা আমাদের আপন গ্রহে কি আমাদের জন্যে অধিকার বলে কিছু রেখেছে ?'

'তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য, আর আমি এজন্যে খুবই দুঃখিত, কিন্তু এরকম অবস্থা একসময় পৃথিবীতেও ছিল। সেখানেও তথাকথিত নিম্নস্তরের জাতির ধুয়ো তুলে অনেককে বঞ্চিত করা হয়েছে, তারপর নানা পথ পেরিয়ে আজ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমঅধিকার। পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানুষেরা কিন্তু তোমাদেরই পক্ষে। যেমন ধর, আমি কি কখন কোনো শুক্রবাসীর বিপক্ষে কোনো রকম সংস্কার দেখিয়েছি ?'

'না, কার্ল, তা দেখাওনি। কিন্তু কতজন বুদ্ধিমান মানুষ সেখানে আছে ? যুদ্ধ আর দুর্দশার লক্ষ লক্ষ বছর পেরিয়ে পৃথিবীতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি শুক্রবাসীরা ওরকম লক্ষ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে রাজি না হয় ?'

কার্ল ভ্রূ কোঁচকাল, 'ঠিকই বলেছ তুমি, কিন্তু অপেক্ষা তোমাদের করতেই হবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করার আছে তোমাদের ?'

'জানি না—আমি জানি না,' বলল অ্যান্টিল।

হঠাৎ কার্লের মনে হল, অ্যাস-টাজ-জরের এই ধ্বংসাবশেষ দেখতে না আসাটাই সবচেয়ে ভালো ছিল। এই একঘেয়ে চেহারার ভূখণ্ড আর তার পাশাপাশি অ্যান্টিলের যুক্তিপূর্ণ খেদ তার মনকে একেবারে দমিয়ে দিয়েছে। সে যখন সব বাতিল করে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছে, ঠিক সেই সময় শুক্রবাসী নির্দেশ করল সামনের এক স্তূপের দিকে।

'ওটাই প্রবেশ পথ,' বলল সে, 'বহু বছর ধরে অ্যাস-টাজ-জর তলিয়ে আছে মাটির নিচে, আর শুক্রবাসীরাই কেবল এটার কথা জানে। এখানে আসা তুমিই প্রথম মানুষ।'

'আমি এটা সম্পূর্ণ গোপন রাখব, অ্যান্টিল। তোমাকে তো কথা দিয়েছি আমি।'

'তাহলে এস।'

banglainternet.com

অ্যান্টিল বুনো লতাপাতা সরাতে বড় দুই পাথরের মাঝখানে দেখা গেল সরু একটা প্রবেশ পথ, কার্লকে ইশারা করল সে তাকে অনুসরণ করার জন্যে। হামাগুড়ি দিয়ে দু'জনে গিয়ে পৌঁছুল সরু, স্যাঁতসেঁতে একটা করিডরে। একটা অ্যাটোমাইট ল্যাম্প জ্বালল অ্যান্টিল, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল মুক্তোর মতো শাদা আলো।

'এসব করিডর আর গর্ত,' বলল সে, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা খুঁড়েছে তিনশ বছর আগে। তারা এই শহরটাকে একটা পবিত্র স্থান মনে করত। পরে আমরা এটাকে অবহেলা করেছি। অনেক দিন পর আমিই আজ এলাম এখানে। এটা হয়তো জাতি হিসেবে আমাদের অধঃপতনের একটা চিহ্ন।'

একশো গজেরও বেশি তারা এগোল সোজাসুজি, তারপর করিডরগুলো ছড়িয়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক গম্বুজে। সামনের দৃশ্য দেখে ঢোক গিলল কার্ল। এখানকার স্থাপত্যের সঙ্গে একমাত্র পাল্লা দিতে পারে প্রাচীন এথেন্সের স্থাপত্য। তবে সবই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে অ্যান্টিল ঢুকে পড়ল আরেকটা গর্তে, মাটি আর পাথরের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সেটা আধ মাইল। আশেপাশে শাখার মতো হয়ে চলে গেছে আরো সব করিডর।

আবার তারা পৌঁছুল সবুজ পাথরে নির্মিত প্রসারিত একটা দালানে। ডানপাশটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, বাদবাকি অংশ প্রায় অক্ষত।

গর্বে ঝলমল করে উঠল শুক্রবাসীর চেহারা। 'এটাকে আধুনিক কালের হিসেবে শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের একটা যাদুঘর বলতে পার। এখানে তুমি দেখতে পাবে অতীত শুক্রের সংস্কৃতি আর মহান সব বৈশিষ্ট্য।'

banglainternet.com

উত্তেজিত কার্ল ঢুকে পড়ল ভেতরে, প্রথম মানুষ হিসেবে সে-ই দেখছে শুক্রের এসব অতীত গৌরব। কেন্দ্রীয় কলোনেড থেকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশকিছু গভীর চোরাকুঠরি, সিলিং জুড়ে বিশাল এক চিত্রকর্ম।

চোরাকুঠরিগুলোতে কার্ল ঘুরে বেড়াতে লাগল অভিভূত হয়ে। আশেপাশের চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যে মিশে থাকা অলৌকিকতা সেগুলোর সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করেছে।

কার্ল উপলব্ধি করল, শুক্রের চিত্রকর্ম বোঝার ক্ষমতা পুরোপুরি না থাকলেও সে একেবারে অন্ধও নয়। পৃথিবীর যত চিত্র কর্ম সে দেখেছে, তার কোনোটাই যেন সৌন্দর্যে এগুলোর পাশে দাঁড়ানর যোগ্যতা রাখে না।

'রঙ উপলব্ধির বিচারে,' বলল সে অ্যান্টিলকে, 'তোমাদের কাছে তো মিকেলেঞ্জেলোও হার মানে দেখছি।'

সুখে বুক ফুলে উঠল অ্যান্টিলের। 'প্রত্যেক জাতিরই রয়েছে তাদের নিজস্ব গুণাবলী। আমার ইচ্ছে হয় তোমাদের মতো শব্দের সূক্ষ্ম অংশগুলো শোনার, তাহলে সঙ্গীত হয়তো আমাকে তোমাদের মতোই আনন্দ দিত। ওভাবে শুনতে পাই না বলেই সঙ্গীত আমার কাছে বিরক্তিকর এক বিষয়।'

এগোল তারা, শুক্রের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই বেড়ে চলল কার্লের। একজায়গায় স্তূপ করা আছে সরু, লম্বা লম্বা হাজার হাজার ধাতব টুকরো। কার্লের মনে হল, এমন রহস্য হয়তো লুকিয়ে আছে সেগুলোর মাঝে, যার ভেদ জানার জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা প্রাণপাত করতে প্রস্তুত।

তারপর অ্যান্টিল যখন ছ'ইঞ্চি উঁচু একটা জিনিস দেখিয়ে বলল যে ওটা এক ধরনের অ্যাটমিক কনভার্টার, যা পৃথিবীর সর্বাধুনিক মডেলের চেয়ে কয়েক গুণ কার্যকর, তখন প্রায় ফেটে পড়ল কার্ল।

'তুমি পৃথিবীর কাছে এসব রহস্য ফাঁস করনি কেন? তারা তোমাদের এই অতীত অর্জনগুলোর কথা জানতে পারলে শুক্রবাসীরা উন্নত জাতির মর্যাদা পেত।'

'তারা আমাদের অতীত জ্ঞানকে ব্যবহার করত নিঃসন্দেহে,' তিক্ত স্বরে বলল অ্যান্টিল, 'কিন্তু শুক্রবাসীদের ওপর দমননীতি কখনোই ত্যাগ করত না। আশা করি গোপনতা রক্ষার কথাটা ভুলে যাবে না তুমি।'

'না, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি একটা ভুল করছ।'

'আমার মনে হয় না,' চোরাকুঠুরি থেকে বেরবার জন্যে ঘুরল অ্যান্টিল, কিন্তু কার্ল তাকে থামতে বলল।

'ওই ছোট্ট ঘরটাতে যাবে না?' জানতে চাইল সে।

পাঁই করে ঘুরল অ্যান্টিল, 'ঘর? কোন ঘরের কথা বলছ তুমি? এখানে কোনো ঘর নেই।'

বিস্ময়ে ভ্রূ ওপরে উঠে গেল কার্লের, চুপচাপ হাত তুলে দেখাল সে পেছনের দেয়ালের সরু ফাটলটাকে।

বিড়বিড় করে কি যেন বলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল শুক্রবাসী, সরু সরু আঙুল তার ঢুকে গেল ফাটলে।

banglainternet.com

'আমাকে সাহায্য করো, কার্ল, এই দরজা খোলার জন্যে তৈরি হয়নি। এরকম কোনো দরজার উল্লেখ নেই কোথাও। অ্যাস-টাজ-জরের ধ্বংসাবশেষের কথা আমার চেয়ে বেশি সম্ভবত আমাদের জাতির আর কেউ জানে না।'

দু'জন মিলে ঠেলতে লাগল দেয়ালটা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন খানিক পিছিয়ে গেল সেটা, তারপর হঠাৎ তাদের একরকম ছুঁড়ে ফেলল ফাঁকা, ছোট্ট ওপাশের একটা ঘরে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল তারা চারপাশে।

মেঝের ওপর পড়ে থাকা মরচের গুঁড়ো দেখাল কার্ল। 'তোমার পূর্বপুরুষেরা ঘরটাকে বেশ ভালোভাবেই বন্ধ করেছিল, কিন্তু মহাকালের কাছে হার মেনে ভেঙে গেল দরজার মরচে ধরা কব্জাগুলো। তুমি নিশ্চয় ভাবছ, তারা এখানে লুকিয়ে রেখেছে ভীষণ গোপন কোনো জিনিস।'

অ্যান্টিল নাড়াল তার সবুজ মাথা। 'শেষ সেবার এসেছিলাম, দরজার কোনো চিহ্ন এখানে ছিল না। যাই হোক—' অ্যাটোমাইট ল্যাম্পটা ওপরে তুলে ধরে ঘরটায় দ্রুত দৃষ্টি বোলাল সে। 'এখানে তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

তার ধারণা সঠিক। সাধারণ চেহারার আয়তাকার একটা সিন্দুক কেবল মোটা মোটা ছ'টা পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। বহু দিন বন্ধ থাকায় পুরো ঘরে বিশ্রী একটা গন্ধ।

সিন্দুকটাকে সরাবার চেষ্টা করল কার্ল। একচুলও নড়ল না, কিন্তু তার হাতের চাপে সরে গেল ওপরের ঢাকনা।

'দেখ, অ্যান্টিল,' নির্দেশ করল সে ভেতরের একটা খোপের দিকে। সেখানে পড়ে আছে বর্গাকার চকচকে কাচের মতো একটা জিনিস, আর ফাউন্টেন পেনের মতো পাঁচটা ছ'ইঞ্চি লম্বা লম্বা সিলিন্ডার।

আনন্দে চিৎকার ছাড়ল অ্যান্টিল। চকচকে আবরণ সরিয়ে জিনিসটাকে পরীক্ষা করতে লাগল সে গভীর মনোযোগে। কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ল কার্লও। জিনিসটার সারা গায়ে ছড়ান রঙ-বেরঙের সব বিন্দু, এগুলো দেখে অ্যান্টিলের চরম উল্লসিত হবার কারণটা সে ঠিক বুঝতে পারল না।

'এটা কি, অ্যান্টিল?'

'আমাদের পূর্বপুরুষের আনুষ্ঠানিক ভাষা। এ-যাবৎ এই ভাষার

banglainternet.com

টুকরো-টাকরা পেয়েছি আমরা এখানে-সেখানে, কিন্তু এমন পূর্ণাঙ্গভাবে কোথাও নয়। এটা একটা বিরাট আবিষ্কার।'

'তুমি এটার পাঠোদ্ধার করতে পারবে?' জানতে চাইল কার্ল।

'মনে হয় পারব। এটা একটা মৃত ভাষা, যার আমি খুব সামান্যই জানি। রঙ-নির্ভর একটা ভাষা এটা। প্রত্যেকটা অক্ষরকে বোঝান হয়েছে দু'টো কিংবা তিনটে রঙিন বিন্দু একত্রিত করে। কোনো মানুষের এই ভাষা সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও স্পেকট্রোস্কোপ ছাড়া সে সম্ভবত পড়তে পারবে না।'

'এখন এটা নিয়ে কাজ করতে পারবে?'

'পারব মনে হয়, কার্ল। অ্যাটোমাইট ল্যাম্পের আলোয় কাজ করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তবে কাজটা করতে একটু সময় লাগতে পারে, তাই এই ফাঁকে তুমি বরং জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দালানের ভেতরে আছ, তোমার হারিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই।'

আরেকটা অ্যাটোমাইট ল্যাম্প নিয়ে চলে গেল কার্ল। প্রাচীন লিপির ওপর ঝুঁকে পড়ে খুব ধীরে ধীরে তার পাঠোদ্ধার করতে লাগল অ্যান্টিল।

দু'ঘন্টা পর ফিরে কার্ল দেখল, অ্যান্টিল তখনো প্রায় একই রকমভাবে ঝুঁকে আছে। তবে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আতঙ্কিত একটা দৃষ্টি, কার্লের জোর পদশব্দে ফিরেও তাকাল না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে।

একলাফে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কার্ল। 'কী ব্যাপার অ্যান্টিল, কী হয়েছে?'

ধীরে মাথা ঘোরাল সে, চোখে ভাবলেশহীন দৃষ্টি। তার হালকা কাঁধ দু'টো ধরে নির্দয়ভাবে ঝাঁকাতে লাগল কার্ল।

banglainternet.com

সংবিৎ ফিরে পেয়ে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শুক্রবাসী। সিলিন্ডারের মতো জিনিস পাঁচটা নিয়ে সে তার থলেতে রাখল খুব সাবধানে। তারপর রাখল পাঠোদ্ধার করা বর্গাকার স্ল্যাবটাও।

সবশেষে সিন্দুকের ঢাকনাটা যথাস্থানে টেনে এনে, কার্লকে বাইরে যাবার ইশারা করল সে। 'এক্ষুনি রওনা দিতে হবে আমাদের। এখানে খুব বেশি থাকা হয়ে গেছে।' তার শঙ্কিত স্বর অস্বস্তি জাগাল কার্লের মনে।

ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরিয়ে, আবার তারা ফিরে এল শুক্রের স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর। চারদিকে এখনো দিনের আলো, তবে গোধূলি নামার খুব

বেশি দেরি নেই। খিদের একটা মোচড় অনুভব করল কার্ল। রাত নামার আগেই আফ্রোদোপোলিশে পৌঁছুতে হলে পা চালাতে হবে। স্লিকারের কলারটা তুলে দিয়ে, ক্যাপটা কপালের ওপর আরো টেনে দিল কার্ল।

কয়েক মাইল এগোনর পর দূরে ফুটে উঠল শহরের গম্বুজ। বাসী হ্যাম স্যান্ডউইচ চিবুতে চিবুতে, যথা শিগগির শহরের উষ্ণতায় ফেরার কথা ভাবছিল কার্ল। ওদিকে দু'একবার তার দিকে তাকান ছাড়া একটা কথাও বলেনি শুক্রবাসী।

বেশির ভাগ মানুষের চেয়ে শুক্রবাসীদের প্রতি কার্লের একটা আলাদা শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। তারপরেও এদের অতি আবেগ তার ঠিক পছন্দ নয়।

অ্যান্টিলের আতঙ্কিত চেহারাটার কথা ভেবে আবার অস্বস্তিবোধ করল কার্ল। আতঙ্কিত হয়েছিল সে অদ্ভুত স্ল্যাবটার পাঠোদ্ধার করার পর। শুক্রের অতীত বিজ্ঞানীরা রহস্যের কোনো বার্তা রেখে গেছে সেখানে?

সামান্য ইতস্তত করে কার্ল জানতে চাইল, 'স্ল্যাবটায় কি লেখা ছিল, অ্যান্টিল? তুমি সঙ্গে করে নিয়ে আসায় মনে হল, নিশ্চয় আকর্ষণীয় কিছু হবে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটার গতি আর বাড়িয়ে দিল অ্যান্টিল। এই আচরণে মনে মনে একটু আহত হল কার্ল, বাকি রাস্তায় আরো কিছু বলার চেষ্টা করল না সে।

আফ্রোদোপোলিশে পৌঁছে নীরবতা ভঙ্গ করল শুক্রবাসী। তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মনে হল, নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে শেষমেষ যেন কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

banglainternet.com

'কার্ল,' বলল সে, 'আমরা বন্ধু ছিলাম, তাই বন্ধু হিসেবেই তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই। আগামী সপ্তাহে তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছ। আমি জানি, তোমার বাবা প্ল্যানেটারি প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের উচ্চপদে আছেন। অদূর ভবিষ্যতে তুমিও সম্ভবত উচ্চপদস্থ হবে। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি তোমার সর্বশক্তি ব্যয় করবে, যেন পৃথিবী শুক্রের প্রতি তার আচরণ সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে। তাহলে আমিও শুক্রের সবচেয়ে বড় গোত্রের একজন উত্তরাধিকারী হিসেবে সমস্ত হিংস্রতা দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল কার্লের। 'মনে হচ্ছে এসবের পেছনে কিছু একটা আছে। তুমি ঠিক কি বলতে চাও?'

'খুব শিগগির পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শুক্র বিদ্রোহ করবে। সেক্ষেত্রে আমাকে শুক্রের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে, এবং আমি পক্ষ নিলে শুক্র আর অসহায় থাকবে না।'

কথাগুলো শুনতে মজাই লাগল কার্লের। 'শোনো, অ্যান্টিল, তোমার দেশপ্রেম প্রশংসনীয়, তোমার খেদের পেছনেও যুক্তি আছে, কিন্তু অতি নাটকীয়তা আর উৎকট স্বাদেশিকতা একেবারেই পছন্দ নয় আমার। সর্বোপরি, আমি বাস্তববাদী।'

ভীষণ এক আন্তরিকতা ঝরে পড়ল শুক্রবাসীর স্বরে। 'বিশ্বাস করো, কার্ল, চূড়ান্ত বাস্তব কথাই বলেছি আমি। শুক্রের বিদ্রোহ শুরু হলে পৃথিবীর নিরাপত্তা আমি দিতে পারব না।'

'পৃথিবীর নিরাপত্তা!' কথাটার গুরুত্বই যেন কার্লকে একেবারে স্তব্ধ করে দিল।

'হ্যাঁ,' বলল অ্যান্টিল, 'কারণ, এদের চাপে আমি হয়তো শেষমেষ পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হব।' কথা শেষ করেই গম্বুজের বাইরের নিজ ছোট্ট গ্রামে যাবার জন্যে ঝোপের ভেতরে হারিয়ে গেল শুক্রবাসী।

পাঁচ বছর কেটে গেল বিক্ষোভ আর অশান্তির মাঝ দিয়ে। পরিস্থিতি বার বার বিপদ সঙ্কেত দিল, কিন্তু আফ্রোদোপোলিশ, ভেনুসিয়া এবং গম্বুজ-ঢাকা অন্যান্য শহরগুলোর প্রভুরা শুক্রবাসীদের গ্রাহ্যই করল না।

শক্তি সঞ্চয় করল গ্রীন ব্যান্ডস, তারপর সবাই মিলে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ল সুসংগঠিত বিদ্রোহে।

banglainternet.com

অপ্রস্তুত ছোট শহরগুলো প্রথমেই হার মানল। তারপর একে একে দ্রুত পতন হল নিউ ওয়াশিংটন, মাউন্ট ভালকান, সেন্ট ভেনিসসহ সমগ্র পূর্ব প্রদেশের। পৃথিবীবাসী ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই শুক্রের অর্ধেক তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।

হঠাৎ এই জরুরী অবস্থায় অবরোধ করা শহরগুলোতে পৃথিবী পাঠাল অস্ত্র এবং অন্যান্য সরবরাহ, তারপর হারান ভূখন্ড পুনরুদ্ধারের জন্যে সজ্জিত করতে লাগল বিশাল একটা স্পেস ফ্লীট।

পৃথিবী বিরক্ত হল, কিন্তু আতঙ্কিত নয়। ভাবল, আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত শহরগুলো ধীরেসুস্থে আবার দখল করে নিলেই চলবে, আর যেগুলো এখনো দখলে আছে, সেগুলো চিরকালই দখলে থাকবে।

কিন্তু শুক্রের অগ্রযাত্রা থামল না। স্থানীয় অধিবাসীর ছোট একটা দল এসে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করল ভেনুসিয়া সিটির কাছে। তৎক্ষণাৎ সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করল ভেনুসিয়া, আর এই সংবাদ পৃথিবীতে পৌঁছামাত্র শুক্রবাসীদের নিয়ে তারা শুরু করল হাসাহাসি।

তারপর হঠাৎ করেই একদিন বন্ধ হয়ে গেল সংবাদ। ভেনুসিয়া সিটির পতন হল।

তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল বার বার। এমনকি আফ্রোদোপোলিশের পাঁচ লাখ মানুষ তাদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র নিয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করল মাত্র পাঁচশ শুক্রবাসীর কাছে।

তবুও পুরো ঘুম ভাঙল না পৃথিবীর, কিন্তু ইনার কাউন্সিলে কূটনীতিকদের ভ্রূ কুঁচকে গেল শিক্ষামন্ত্রীর পুত্র কার্ল ফ্র্যানটরের আজব বর্ণনা শুনে।

রিপোর্ট শেষ হতে রেগেমেগে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সমরমন্ত্রী জ্যান হিয়ারসেন।

'তুমি কি ভেবেছ, আধপাগলা এক শুক্রবাসীর আজেবাজে কথাকে গুরুত্ব দিয়ে, শুক্রের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করব আমরা তাদেরই শর্ত অনুসারে? এটা এক কথায় অসম্ভব। ওই পশুগুলোর দরকার কেবল শক্ত মার। আমাদের ফ্লীট তাদের মহাবিশ্ব থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

'নিশ্চহ্ন করা অত সহজ না-ও হতে পারে, হিয়ারসেন,' দ্রুত পুত্রের পক্ষে কথা বলে উঠল পাকা-চুলো সিনিয়র ফ্র্যানটর। 'আমরা অনেকেই মনে করি, শুক্রবাসীদের ব্যাপারে নেয়া সরকারের সব পদক্ষেপই ভুল। কোন ধরনের অস্ত্র তারা খুঁজে পেয়েছে কে জানে!'

'রূপকথা!' বলল হিয়ারসেন। 'তুমি তো ওই সবুজগুলোকে মানুষ মনে করছ দেখছি। তারা হল জানোয়ার, সুতরাং আমাদের দেয়া সুযোগ-সুবিধে নিয়ে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মনে রেখ, আমরা তাদের সঙ্গে যে-আচরণ করছি, অতীত পৃথিবী মানুষের কিছু কিছু জাতির সঙ্গেই সেই আচরণ করেনি। যেমন, রেড ইন্ডিয়ান।'

banglainternet.com

বিরক্তিতে আবার ফেটে পড়ল কার্ল ফ্র্যানটর। 'আপনারা যা-ই বলুন, আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। অ্যান্টিলের হুমকি শুনতে যতই অর্থহীন মনে হোক, সেটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ নেই— বিশেষ করে, শুক্রের ক্রমাগত বিজয়ের পর সেটাকে আর যা-ই হোক অর্থহীন বলা চলে না। আপনারা অ্যাডমিরাল ফন ব্লামডর্ফের সঙ্গে একজন দূত হিসেবে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিন। তাদের আক্রমণ করার আগে ব্যাপারটা আমি তলিয়ে দেখে আসি।'

এই প্রথম মুখ খুলল প্রেসিডেন্ট জুল ভেবুক। 'ফ্র্যানটরের প্রস্তাবে যুক্তি আছে। বেশ, সেই ব্যবস্থাই হবে। কারো কোনো আপত্তি আছে?'

কেউ আপত্তি তুলল না, কেবল গজগজ করতে লাগল হিয়ারসেন। এক সপ্তাহ পর স্পেস ফ্লীটের সঙ্গে কার্ল ফ্র্যানটর রওনা দিল শুক্রগ্রহের উদ্দেশে।

.পাঁচ বছরের অনুপস্থিতির পর শুক্রকে অনেকটাই অচেনা ঠেকল কার্লের। স্যাঁতসেঁতে মাটি, একঘেয়ে বাদামী আর ধূসর রঙ আগের মতো থাকলেও বদলে গেছে শুক্র।

আগে মানুষের সামনে মাথা নিচু করে থাকত শুক্রবাসীরা, এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আফ্রোদোপোলিশ এখন স্থানীয় অধিবাসীদের দখলে, আর তার ভূতপূর্ব সরকারের অফিসে বসে আছে অ্যান্টিল।

প্রথমে কথাই খুঁজে পেল না কার্ল। 'ও, তাহলে শান্তিবাদীই আছে সবকিছুর পেছনে,' বলল সে অবশেষে।

'ওটা ছিল সময়ের দাবি,' জবাব দিল অ্যান্টিল। 'কিন্তু তুমি! পৃথিবীর মুখপাত্র হিসেবে তুমি আসবে ভাবিনি।'

'কয়েক বছর আগে আমার কাছেই তুমি বলেছিলে অর্থহীন এক হুমকির কথা, তাই আমাকেই আসতে হল। তবে আমি খালিহাতে আসিনি।' ওপরে অপেক্ষমান স্পেস ফ্লীটটার দিকে ইশারা করল সে।

'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ?'

'না। আমি এসেছি তোমার উদ্দেশ্য আর শর্ত শুনতে।'

'খুবই সহজ শর্ত আমাদের। শুক্র স্বাধীনতা চায়, পরিবর্তে তোমরা পাবে বন্ধুত্ব আর অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ।'

'আর আশা করছ, কোনো রকম সংঘর্ষ ছাড়াই পৃথিবী সব দাবি মেনে নেবে।'

banglainternet.com

'হ্যাঁ, আশা করছি। পৃথিবী মেনে নেবে নিজেরই স্বার্থে।'

বিরক্ত হয়ে চেয়ারে হেলান দিল কার্ল, 'ঈশ্বরের দোহাই, অ্যান্টিল, ওসব রহস্যময় ইঙ্গিতের সময় পার হয়ে গেছে। যা বলার সোজাসুজি বল। আফ্রোদোপোলিশ এবং অন্যান্য শহরকে এত সহজে পরাজিত করলে কিভাবে?'

'আমরা এটা চাইনি, কার্ল, কিন্তু আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।' যন্ত্রণা প্রকাশ পেল অ্যান্টিলের স্বরে। 'আমাদের দেয়া আত্মসমর্পণের সহজ শর্ত না মেনে তারা চালাতে লাগল টোনাইট গান। ফলে আমাদের ব্যবহার করতে হল—সেই অস্ত্র। পরে তাদের বেশির ভাগকেই মেরে ফেলতে হয়েছে আমাদের—দয়াপরবশ হয়ে।'

'বুঝতে পারলাম না। কোন অস্ত্রের কথা বলছ?'

'অ্যাস-টাজ-জরের ধ্বংসাবশেষে যাবার কথা মনে পড়ে, কার্ল? গোপন সেই ঘর; প্রাচীন সেই লিপি; সিলিন্ডারের মতো পাঁচটা ছোট ছোট জিনিস।'

মাথা নাড়াল কার্ল। 'একটু একটু মনে পড়ছে।'

'অস্ত্রটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কার্ল,' বলল অ্যান্টিল। 'এটা আবিষ্কার করেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা, কিন্তু কখনো ব্যবহার করেনি। তারা এটা লুকিয়ে রেখেছে, তবে ধ্বংস করে ফেললেই সবচেয়ে ভালো হত। ধ্বংস করেনি বলেই আমি এটা খুঁজে পেয়েছি, আর শুক্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমাকে এটা ব্যবহার করতেই হবে।'

এবার স্বর তার নেমে গেল ফিসফিসানিতে। 'সাধারণ চেহারার সে-সিলিন্ডারগুলো তুমি দেখেছ, কার্ল, ওগুলো শক্তির এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, যার ফলে মগজকে মন থেকে আলাদা করে ফেলা সম্ভব।'

'কী?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল কার্লের মুখ। 'কী বলতে চাও তুমি?'

'এ-কথা নিশ্চয় জান যে মগজ আসলে মনের আসন। মনের কার্যকলাপ খুবই রহস্যময়, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরাও উদঘাটন করতে পারেনি; তবে এটা জানা গেছে যে মন তার কাজের মাধ্যম হিসেবে মগজকে ব্যবহার করে।'

banglainternet.com

'হুঁ। তোমার অস্ত্র মগজ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, ফলে মন হয়ে পড়ে অসহায়—নিয়ন্ত্রণহীন পাইলটের মতো।'

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল অ্যান্টিল। তারপর হঠাৎ জানতে চাইল, 'ডিসেরিব্রেটেড পশু দেখেছ কখনো?'

'হ্যাঁ, একটা কুকুর—আমাদের কলেজের বায়ো কোর্সে।'

'আজ তোমাকে একটা ডিসেরিব্রেটেড মানুষ দেখাব।'

শুক্রবাসীকে অনুসরণ করে গিয়ে একটা এলিভেটরে উঠল কার্ল। এলিভেটর যখন নামতে লাগল নিচে, তার মনের মধ্যে শুরু হল তোলপাড়। যুগপৎ আতঙ্ক আর ক্রোধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে লাগল সে, পাশের শুক্রবাসীটাকে হত্যা করার প্রায় অদম্য এক ইচ্ছে জাগল। এক রকম ঘোরের মাঝে নামল সে এলিভেটর থেকে, অ্যান্টিলের পিছু পিছু চলল অন্ধকারাচ্ছন্ন এক করিডরের মাঝখানে দিয়ে, দু'পাশে ছোট ছোট সেল।

'ওই যে,' অ্যান্টিলের নির্দেশ অনুসরণ করে সে দেখতে পেল একটা মানুষকে।

মানুষ হয়েও ওটা অমানুষ। চুপচাপ বসে আছে ওটা মেঝের ওপর, ভাবলেশহীন বড় বড় চোখ সারাক্ষণ শূন্য দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ, ঝোলান ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ছে লালা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বমন আটকাল কার্ল।

'তাকে ঠিক ডিসেরিব্রেটেড বলা যাবে না।' স্বর নামাল অ্যান্টিল। 'তার মগজের কোনো ক্ষতি হয়নি, সেটাকে কেবল বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।'

'ওটা বেঁচে আছে কীভাবে, অ্যান্টিল? মরছে না কেন?'

'অটোনমিক সিসটেম অক্ষত আছে বলে। তাকে দাঁড় করিয়ে দাও, পড়ে যাবে না। ধাক্কা দাও, ভারসাম্য ঠিক করে নেবে। তার হৃৎস্পন্দন আছে। সে শ্বাস নেয়। তার মুখে খাবার ঢুকিয়ে দিলে সে গিলবে, কিন্তু সামনে খাবারের থালা রাখলেও তা মুখে না তুলে অনাহারে মারা যাবে। এটাও এক-ধরনের জীবন, তবে এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। কারণ, এই বিচ্ছিন্নকরণ চিরস্থায়ী।'

'ওহ্, কী ভয়ঙ্কর!'

'তোমার ধারণার চেয়েও এটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। আমি নিশ্চিত যে দেহের খোলসেই অক্ষত সেই মনটা লুকিয়ে থাকে কোথাও। দেহের ভেতরে

banglainternet.com

থাকা সত্ত্বেও দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে-মন অক্ষম, তার যন্ত্রণাটা কল্পনা করতে পার ?'

কার্ল হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। 'অবর্ণনীয় এই হিংস্রতা দিয়ে তুমি পৃথিবীকে পরাজিত করতে পারবে না। তোমার অস্ত্র অবিশ্বাস্য ধরনের নৃশংস হলেও আমাদের ডজন খানেক অস্ত্রের চেয়ে মারাত্মক নয়। তোমাকে চরম মূল্য দিতে হবে।'

'কার্ল, "ডিসকানেকশন ফিল্ড"-এর ভয়ঙ্করত্বের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ ধারণাও তোমার নেই। আয়তন, এমনকি সময়েও এটা সীমাবদ্ধ নয়, ফলে এটার পাল্লা অসীম। তুমি কি জান যে এই অস্ত্রের মাত্র একবারের আঘাতে পুরো আফ্রোদোপোলিশের সমস্ত উষ্ণ-রক্তের প্রাণী জীবন্মৃত হয়ে যাবে ?' চড়ে গেল অ্যান্টিলের স্বর। 'তুমি কি জান যে সারা পৃথিবীকে এই ফিল্ডের আওতায় এনে মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষকে আমি স্তব্ধ করে দিতে পারি ?'

খসখসে এক অপরিচিত স্বরে কার্ল বলল, 'শয়তান! একমাত্র তুমিই কি এই নারকীয় ফিল্ডের কথা জান ?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল অ্যান্টিল। 'হ্যাঁ, কার্ল, একমাত্র আমিই জানি। তবু আমাকে হত্যা করে কোনো লাভ হবে না। কারণ, অন্যেরা জানে কোথায় পাওয়া যাবে প্রাচীন সেই লিপি, আর, আমার মতো পৃথিবীর প্রতি সহানুভূতি তাদের কিন্তু নেই। না, কার্ল, তোমার হাত থেকে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, কারণ, আমার মৃত্যুর অর্থ তোমার সাধের পৃথিবীর শেষ।'

একেবারে ভেঙে পড়ল কার্ল। শুক্রবাসীর ক্ষমতা সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহও আর নেই। 'স্বীকার করছি,' বিড়বিড় করতে লাগল সে, 'আমি স্বীকার করছি। পৃথিবীকে কি বলতে হবে ?'

'বলবে আমার শর্তের কথা, আর বলবে যদি চাই তাহলে আমি কি করতে পারি।'

পিছিয়ে গেল কার্ল, যেন শুক্রবাসীর স্পর্শেও ঘটবে নিশ্চিত মৃত্যু, 'তাদের বলব আমি কথাগুলো।'

'তাদের এ-কথাও বলবে যে শুক্র প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়। আমাদের অস্ত্র আমরা ব্যবহার করতে চাই না, কারণ, ব্যবহার করার পক্ষে এই অস্ত্র

বড় বেশি ভয়ঙ্কর। তারা যদি আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, তাহলে আমরাও আমাদের অতি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র পাঁচটাকে সূর্য বরাবর ছুঁড়ে ধ্বংস করে দেব।'

একইভাবে আবার বিড়বিড় করে উঠল কার্ল। 'তাদের বলব আমি কথাগুলো।'

অ্যাডমিরাল ফন ব্লামডর্ফ তার নামের মতোই আচরণেও প্রুশিয়ান। ফলে কার্লের রিপোর্ট পেয়ে সে যে আগুনের মতো তেঁতে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক।

'বোকা কোথাকার,' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আবার আমার কাছে এসেছ তুমি রহস্যময় সেই অস্ত্রের গাঁজাখুরি গল্প নিয়ে। কোনোরকম প্রমাণ ছাড়া ওই সবুজ শয়তানটার সব কথা তুমি মেনে নিলে। তুমি হুমকি দিতে পারনি, ধোঁকা দিতে পারনি, মিথ্যে বলতে পারনি?'

'সে হুমকি দেয়নি, ধোঁকা দেয়নি, মিথ্যেও বলেনি,' কার্লও জবাব দিল তাতানো স্বরে। 'সে বলেছে নির্জলা সত্য। যদি ডিসেরিব্রেটেড সেই মানুষটাকে আপনি দেখতেন—'

'তোমার গল্পের ওটাই হল সবচেয়ে দুর্বল অংশ। একটা সত্যিকারের পাগলকে দেখিয়ে বলল, "এটাই আমাদের অস্ত্র!" আর তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা মেনে নিলে! বকবক করা ছাড়া আর কিছু তারা করেছে? প্রদর্শন করেছে অস্ত্রের ক্ষমতা? এমন কি অস্ত্রটা তোমাকে দেখিয়েছে?'

'প্রশ্নই ওঠে না। অস্ত্রটা মারাত্মক। সেটার ক্ষমতা প্রদর্শনের নামে তারা কোনো শুক্রবাসীকে হত্যা করতে পারে না। এখন অস্ত্র দেখানর প্রসঙ্গে বলব—আপনি কি আপনার গোপন অস্ত্র শত্রুকে দেখাবেন? এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন। অ্যান্টিল এত আত্মবিশ্বাসী কেন? এত সহজে সে পুরো শুক্র দখল করে নিল কিভাবে?'

'স্বীকার করছি, আমি এটার ব্যাখ্যা দিতে পারব না, কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয় যে তাদের ব্যাখ্যাটাই সঠিক? যা-ই হোক, এই বিষয়ে আর একটা কথাও বলতে চাই না। আমরা এবার আক্রমণ চালাব। তাদের মুখোমুখি হব আমি টোনাইট প্রজেকটাইল নিয়ে। দেখতে পাবে, নিজেদের ধোঁকা কিভাবে তাদের নিজেদেরই হজম করতে হয়।'

banglainternet.com

'কিন্তু, অ্যাডমিরাল, আমার এই রিপোর্ট প্রেসিডেন্টকে দিতেই হবে আপনার।'

'অবশ্যই দেব, তবে আফ্রোদোপোলিশকে একেবারে গুঁড়ো করে দেবার পর।'

চালু করে দিল সে সেন্ট্রাল ব্রডকাস্টিং ইউনিট। 'অ্যাটেনশন, অল শিপস! ব্যাটল ফরমেশন! পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত টোনাইট নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব আফ্রোদোপোলিশের ওপর।' এবার ঘুরল সে তার আর্দালির দিকে। 'ক্যাপ্টেন লারসেনকে আফ্রোদোপোলিশকে জানিয়ে দিতে বল যে শাদা পতাকা ওড়ানর জন্যে তারা পনেরো মিনিট সময় পাবে।'

এই ঘোষণার পর কার্ল ফ্র্যানটরের সময় কাটতে লাগল ভয়াবহ উত্তেজনার মাঝে। দু'হাতে মাথা গুঁজে বসে রইল সে, প্রত্যেক মিনিটের শেষে ক্রোনোমিটারের ঈষৎ ক্লিক শব্দ তার কানে আছড়ে পড়তে লাগল বজ্রপাতের মতো। নিজের অজান্তেই শব্দগুলোকে গুনতে লাগল সে ফিসফিস করে—৮—৯—১০. ঈশ্বর!

নিশ্চিত মৃত্যুর আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি! ফন ব্লামডর্ফের ধারণাই কি তাহলে ঠিক ? ধোঁকা দিয়েছে শুক্রবাসীরা ?

ছুটে এসে স্যালুট দিল একটা আর্দালি। 'শুক্র এইমাত্র জবাব দিয়েছে, স্যার।'

'আচ্ছা,' সাগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়ল ফন ব্লামডর্ফ।

'তারা বলেছে, "আক্রমণ না করার জন্যে ফ্লীটকে একান্ত অনুরোধ জানান হচ্ছে। আক্রমণ করলে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্যে আমরা দায়ী থাকব না।"'

banglainternet.com

'এইটুকুই ?' চিৎকার ছাড়ল অ্যাডমিরাল।

'জ্বী, স্যার।'

অ্যাডমিরাল এবার আগুন হয়ে গেল। 'শেষ পর্যন্ত ধোঁকা দিয়ে চলেছে শয়তানের দল।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল নির্দিষ্ট পনেরো মিনিট, মহাশক্তিশালী ফ্লীট একযোগে আক্রমণ চালাল দ্বিতীয় গ্রহের ওপর। টেলিভাইজরে দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে ক্রূর একটা হাসি ফুটে

উঠল ফন ব্লামডর্ফের মুখে, তা'পরে হঠাৎ করেই নিখুঁতভাবে সজ্জিত ফ্লীটে শুরু হল এক লণ্ডভণ্ড অবস্থা।

বিস্ময়ে চোখ ঘষল অ্যাডমিরাল। পাগল হয়ে গেছে যেন ফ্লীটের অর্ধেক। প্রথমে দুলতে লাগল শিপগুলো, তারপর গতিপথ পরিবর্তন করে ছুটে চলে গেল বিভিন্ন দিকে।

ফ্লীটের সুস্থ অর্ধেক মারফত সংবাদ এল, লেফট উইং তাদের রেডিও কলের কোনো জবাব দিচ্ছে না।

আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল আফ্রোদোপোলিশের ওপর। নতুন আদেশ জারি হল পাগলের মতো ছুটে বেড়ান শিপগুলো উদ্ধার করার। পায়চারি করতে করতে চুল ছিঁড়তে লাগল ফন ব্লামডর্ফ। কার্ল ফ্র্যানটর কেবল বলল, 'এটাই তাদের অস্ত্র,' তারপর আবার ডুবে গেল নীরবতায়।

আফ্রোদোপোলিশ সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইল।

পুরো দু'ঘন্টার চেষ্টায় বেশকিছু শিপ উদ্ধার করা হল, কিন্তু বিশটা শিপের কোনো ব্যবস্থাই করা গেল না। সেগুলোর কিছু কোথাও গিয়ে প্রদক্ষিণ শুরু করল, কিছু ছুটে চলে গেল অজানা মহাশূন্যে, আবার কিছু নেমে এসে বিধ্বস্ত হল শুক্রের মাটিতে।

উদ্ধার করা লেফট উইংয়ের শিপগুলো নামানোর পর যারা গিয়ে সেগুলোতে উঠল, তাদের সবাই পাথরের মতো জমে গেল ভয়াবহ আতঙ্কে। প্রত্যেক শিপে পঁচাত্তরজন করে চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে—মানুষ হয়েও যারা এখন স্রেফ মানুষের খোলস।

সংবিৎ ফিরে পেতে তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেল চিৎকার দিয়ে। অন্যেরা মুখ ফিরিয়ে নিল বমন আটকানর জন্যে। একজন অফিসার পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারল প্রথম দৃষ্টিতেই, অ্যাটোমো পিস্তল বের করে প্রত্যেক ডিসেরিব্রেটেডের ওপর মারণরশ্মি চালাল সে।

সংবাদটা পেতে যেন পাথর হয়ে গেল অ্যাডমিরাল ফন ব্লামডর্ফ। চোয়াল ঝুলে পড়ল তার, সমস্ত গর্ব উধাও হয়ে গেছে। একটা ডিসেরিব্রেটেডকে তার সামনে আনার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল সে।

কার্ল ফ্র্যানটর তার দিকে তাকাল লাল চোখে, 'তো, অ্যাডমিরাল, এবার প্রমাণ পেয়েছেন?'

banglainternet.com

কিন্তু অ্যাডমিরাল কোনো জবাব দিল না। নিঃশব্দে পিস্তল বের করল সে, তারপর কেউ বাধা দেয়ার আগেই গুলি চালাল নিজের মাথায়।

কার্ল ফ্র্যানটর আবার একদিন গিয়ে দাঁড়াল প্রেসিডেন্ট আর তার মন্ত্রীদের সামনে, যাদের সবাই এখন নিস্তেজ আর আতঙ্কিত। কার্ল তার রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, এখন কোন নীতি অনুসরণ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ডেবুক তাকাল তাদের দেখাতে নিয়ে আসা ডিসেরিব্রেটেডের দিকে। 'আমরা শেষ হয়ে গেছি,' বলল সে। 'আমাদের অবশ্যই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। এখন আমরা তাদের করুণার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু একদিন—' তাঁর চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল প্রতিশোধের আগুন।

'না, মিঃ প্রেসিডেন্ট!' ধ্বনিত হল কার্লের তীক্ষ্ণ স্বর। 'ওই একদিন বলে কিছু থাকা চলবে না। শুক্রবাসীদের অতি সাধারণ পাওনা মিটিয়ে দিতেই হবে আমাদের—স্বাধীনতা। যা হবার তা হয়ে গেছে—আমাদের যারা মারা গেছে, তারা প্রায়শ্চিত্ত করেছে অর্ধ শতাব্দীর শুক্র দাসত্বের। আজকের পর থেকে সূচিত হবে এক নতুন দিন, সৌরজগত চালিত হবে নতুন এক রীতিতে।'

মাথা নামিয়ে সামান্য ভেবে আবার মাথা তুলল প্রেসিডেন্ট। 'তুমি ঠিকই বলেছ,' সিদ্ধান্ত দিলেন তিনি, 'প্রতিশোধের কোনো ভাবনা থাকা চলবে না।'

দু'মাস পর শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হল। শুক্রগ্রহ হয়ে গেল স্বাধীন এবং সার্বভৌম। আর চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পরপরই আলোর একটা ঘূর্ণি ছুটে গেল সূর্য বরাবর। সেই অস্ত্র, যা ব্যবহার করার পক্ষে বড় বেশি ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ: খসরু চৌধুরী

banglainternet.com